

যিলহজ্জের আমল ডায়েরি

শারিন সফি অদ্বিতা

সম্পাদক

মিশকাত আহমদ

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা	৯
যুল-হিজ্জাহ নাকি যিলহজ্জ?	১২
এবার আপনার জন্য একটা ছোটো কাজ আছে :	১৩
রামাদান পরবর্তী আত্মপর্যালোচনা.....	১৫
এবার একটি সুন্দর নিয়ত করি চলুন.....	২০
কেন যিলহজ্জ এত গুরুত্বপূর্ণ?	২২
জীবন্ত যিকির কি?	২৫
জীবন্তভাবে যিকিরের আরও উদাহরণ	২৮
এই ১০ দিনের সাথে এবার ভালোভাবে পরিচিত হই আসুন	৩০
হাজিদের জন্য ১ থেকে ১০ যিলহজ্জে সংক্ষিপ্ত করণীয়	৩১
যারা এ বছর হজ্জে যাচ্ছেন না	৩৪
যিলহজ্জের দুই গল্প : ত্যাগ এবং তাওয়াক্কুলের অনন্ত শিক্ষা	৩৯
আপনি কি আসলেই কুরবানি করছেন?	৪৪
আপনার ওপর কি কুরবানি আবশ্যিক?	৪৫
ঈদের আনন্দ	৪৫
হজ্জ কেমন ইবাদাত?	৪৬
যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনের ২৪ ঘণ্টার একটি নমুনা রুটিন	৪৮
আত্মশুদ্ধি, ইবাদত ও সচেতন জীবনের একটি সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা .	৪৮
ফজরের আগের সময় :	৪৮
ফজর থেকে সূর্যোদয় :	৪৮
সূর্যোদয়ের পর সকাল :	৪৯
সকাল থেকে দুপুর :	৪৯
যোহর ও দুপুর—ব্যস্ততার মাঝেও আল্লাহর সাথে সংযোগ	৪৯
দুপুরের পর থেকে আসর : ক্লাস্তির মাঝেও সচেতন থাকুন	৫০

মাগরিবের সময়—পরিবার, কৃতজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিকতা.....	৫০
ইশা ও রাত—আত্মসমালোচনা ও ফিরে আসার সময়.....	৫১
ঘুমানোর আগে ২০ মিনিট : যিলহজ্জের আমল ডায়েরি	৫১
ঘুমের সময়—বিশ্রামও ইবাদত হতে পারে	৫১
এবার একনজরে সারসংক্ষেপ :	৫২
যিলহজ্জ আমল প্ল্যানার.....	৫৩
১০ দিনের বিস্তারিত আমল-পরিকল্পনা	৫৩
১ যিলহজ্জ.....	৫৪
২ যিলহজ্জ.....	৫৯
৩ যিলহজ্জ.....	৬৪
৪ যিলহজ্জ.....	৬৯
৫ যিলহজ্জ.....	৭৪
৬ যিলহজ্জ.....	৭৯
৭ যিলহজ্জ.....	৮৪
৮ যিলহজ্জ.....	৮৯
৯ যিলহজ্জ: আরাফার দিন	৯৫
১০ যিলহজ্জ: ঈদের দিন	১০৪
কর্মজীবী, ব্যস্ত, গর্ভবতী, অসুস্থ মুসলিমাদের জন্য	১১২
যিলহজ্জের ১০ দিনের বাস্তবসম্মত রুটিন	১১২
যিলহজ্জের বিশেষ দিনগুলোতে হায়েজ অবস্থায় নারীর করণীয়	১১৮
যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের হৃদয়ছোঁয়া দুআ	১২২
সম্মানিত হাজিদের জন্য হৃদয়ছোঁয়া দুআর ভাষা	১২৮
যিলহজ্জের আরও কিছু অনন্য আমল-আইডিয়া.....	১৩১
নিজের সময়, শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী বেছে নিন	১৩১
যিলহজ্জ মাস: একটু গুছিয়ে নেওয়ার সময়	১৩৩
আরবি ক্যালেন্ডারের ১২টি মাসের নাম —.....	১৩৩
নিজে নিজে পূরণ করুন.....	১৩৬

নিজেকে যাচাই করুন	১৩৭
গভীর আত্ম-পর্যালোচনার প্রশ্ন	১৩৭
আগামী এক বছরের আত্মোন্নয়ন পরিকল্পনা	১৩৮
এই টেবিলটি কীভাবে পূরণ করবেন	১৪১
আমার আল্লাহর ঘর দেখার গল্পগুলো	১৪৬
অপার্থিব নিদর্শনের সাক্ষী	১৪৬
আমার সাইঁ করার গল্প	১৪৮
তাকওয়া, ধৈর্য ও এক কাপ চা	১৫১
হারানো ব্যাগ নিয়ে আশ্চর্য ঘটনা	১৫৩
শেষ কথা	১৫৮



প্রারম্ভিকা

প্রিয় পাঠক,

আমার সালাম নিবেন। আসসালামু আলাইকুম।

আপনি কেমন আছেন?

আবারও বইয়ের পাতায় আপনার সঙ্গে দেখা হয়েই গেল, আলহামদুলিল্লাহ।

আচ্ছা.. এই যে মাত্র মাস খানেক আগেই আপনি রামাদান মাস পাড়ি দিয়ে এলেন। কেমন গেল আপনার এই বছরের রামাদান? আপনার কি রামাদানের দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ছে? আপনার মনে কি রামাদান নিয়ে কোনো আফসোস রয়ে গেছে? বার বার কি মনে হচ্ছে, “আরও ভালোভাবে কেন রামাদানকে কাজে লাগাতে পারলাম না? আমি কেন আরও বেশি আমল করতে পারলাম না?”

যদি এমনটা মনে হয়েই থাকে, তাহলে আর আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এবার আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আপনি আরও একটি দারুণ সুযোগ পেতে যাচ্ছেন, ইন শা আল্লাহ!

আপনার জন্য বছরের সেরা ১০টি দিন সমাগত! এবার আপনি আবারও মনের সবটুকু আন্তরিকতা দিয়ে আমল সম্পন্ন করতে পারবেন ইন শা আল্লাহ। আপনার আগের যেকোনো আমলের ঘাটতি পূরণ করার দারুণ সুযোগ হিসেবে প্রতি বছরের মতন এবারও যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ টি দিন বরাদ্দ আছে, আলহামদুলিল্লাহ!

আপনার আমলের উন্নতি, মনের প্রশান্তি এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কটা আরও বেশি ঝালাই করে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এই ১০ দিন! কেননা এই ১০ দিনে আপনার করা নেক আমলগুলো আল্লাহর কাছে জিহাদ করার চেয়েও প্রিয়!> কল্পনা করতে পারেন? জিহাদ মানে নিজের জান-মাল-পরিবার সমস্ত কিছুর মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর খুশির জন্য আল্লাহর দ্বীনকে সমুচ্চ করার যুদ্ধে নিজেকে সঁপে দেওয়া। এমন একটি মহান আমল করার সাহস আমরা কত জন করতে পারব?

১. এ ব্যাপারে সামনে হাদিস ও ব্যাখ্যা আসবে, ইনশাআল্লাহ। সম্পাদক

অথচ সেই জিহাদের চেয়েও প্রিয় আমল করার সুযোগ এবার আমরা পেতে যাচ্ছি, ইন শা আল্লাহ।

তাই এবার আপনি মন খুলে আনন্দের সাথে যিলহজ্জেও আমলের জন্য খাটবেন, দুই হাত তুলে দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আবদার করবেন। আবারও আপনি অন্তর ভরে ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতে পারবেন ইন শা আল্লাহ। এই যিলহজ্জেই আপনার মনের নেক আশাগুলো পূরণ করিয়ে নিন আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে।

একটু ভেবে দেখুন, যেভাবে আপনি কোমর বেঁধে রামাদানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার কথা ভেবেছেন, সেভাবে কি এই যিলহজ্জের ১০ দিনের জন্য ভেবেছেন? না ভাবলেও সমস্যা নেই। এই ১০ দিনের জন্য হাতের কাছেই এবার একটা দারুণ গাইডলাইন পেতে যাচ্ছেন *যিলহজ্জের আমল ডায়েরি* বইটির মাধ্যমে ইন শা আল্লাহ। নিজের ছড়ানো-ছিটানো আমল-লিস্ট এবং আত্মশুদ্ধির উপাদানগুলো খুব গোছানো অবস্থায় এক মলাটের ভেতরেই পেয়ে যাবেন, ইন শা আল্লাহ।

একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুন, রামাদান এলে আমাদের মাঝে ইবাদতের যে গণজোয়ার তৈরি হয়, যে আনন্দ আর উদ্দীপনা নিয়ে আমরা আমলগুলো করি, যিলহজ্জের এই শ্রেষ্ঠ দিনগুলোকে ঘিরে সেই প্রস্তুতি কই? আফসোস! আমাদের জীবনের কতগুলো বছর কেটে গেছে এই দিনগুলোর গুরুত্ব না জেনেই। আমরা যারা দ্বীনের পথে নতুন পথচলা শুরু করেছি, তাদের কাছে যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের মাহাত্ম্য আজও হয়তো অজানাই থেকে গেছে।

অথচ এই দিনগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম! অনেক আলেমের মতে, আমলের শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন রামাদানের শেষ দশ দিনগুলোকেও অনেক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে যায়।^১ সুবহান আল্লাহ! অথচ আমরা কী অবহেলায় এই সময়গুলো পার করে দিয়েছি। সোনালী আমলের এই বসন্ত কি আবারও গাফিলতিতে হারিয়ে যাবে? ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে!

তবে আর আফসোস নয়, আর হতাশার কথা নয়, প্রিয় পাঠক! আপনার হাতে থাকা এই *যিলহজ্জের আমল ডায়েরি* হতে যাচ্ছে এক অনন্য সঙ্গী। এই ডায়েরির প্রতিটি পাতায় সাজানো রয়েছে এক বিস্তারিত গাইডলাইন, যা আপনাকে এক নতুন উদ্দীপনায় যিলহজ্জের শ্রেষ্ঠ ১০ দিনের জন্য প্রস্তুত করবে, ইন শা আল্লাহ।

১. হাদিস বিশারদদের মতে রামাদানের শেষ দশকের রাতগুলো হলো শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাতে লাইলাতুল কদর আছে। আর যিলহজ্জের প্রথম দশকের দিনগুলো হলো শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাতে হজ্জ ও কুরবানি আছে। সম্পাদক

আল্লাহ রহম করলে, বছরের সেরা এই দিনগুলোতে আপনিও হতে পারেন সফলদের একজন, ইন শা আল্লাহ।

সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো—এই গাইডলাইনটি কেবল এই বছরের জন্য নয়, বরং সারাজীবনের এক অমূল্য পাথেয়। আল্লাহ তা’আলা আপনাকে যতদিন এই পৃথিবীতে নেক হায়াত দিবেন, প্রতি বছর যিলহজ্জ ফিরে আসবে আর আপনি বারবার এই গাইডলাইনের মাধ্যমে নিজেকে ঝালিয়ে নিতে পারবেন। ইন শা আল্লাহ। কী দারুণ না ব্যাপারটা? আলহামদুলিল্লাহ।

প্রিয় পাঠক, এই গাইডলাইনটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, আপনি এ বছর হজ্জ যান বা না যান—দুই অবস্থাতেই বইটি থেকে উপকৃত হতে পারবেন, ইন শা আল্লাহ।

যারা হজ্জ যেতে পারছেন না, তারা যেন যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিন নেক আমল, যিকির, দুআ, আত্মশুদ্ধি ও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে অর্থবহ করে তুলতে পারেন—এটি এই বইয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। পাশাপাশি হজ্জ যেহেতু যিলহজ্জের প্রধান ইবাদতগুলোর একটি, তাই বইটিতে হজ্জের তাৎপর্য, আমল ও প্রস্তুতি নিয়েও কিছু আলোচনা রাখা হয়েছে। ফলে যারা হজ্জ যাচ্ছেন, তারাও উপকৃত হবেন। আর যারা যাচ্ছেন না, তারাও হজ্জের শিক্ষা, তাওয়াক্কুল, কুরবানী এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার উপায়গুলো প্রয়োগ করে গভীরভাবে উপকৃত হতে পারবেন, ইন শা আল্লাহ।

যারা হজ্জ যাচ্ছেন, আপনাদের প্রত্যেকের জন্য অন্তরের গভীর থেকে অনেক অনেক দুআ রইল। আল্লাহ তা’আলা যেন আপনাদের হজ্জ কবুল করেন, এই সফর সহজ করেন, এবং এই মহান ইবাদতের বরকত, রহমত এবং অফুরন্ত পুরস্কার দিয়ে আপনাদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে ভরে দেন, আমিন।

হয়তো আপনার মনে কৌতূহল জাগছে—যিলহজ্জের এই ১০টি দিনের গুরুত্ব আসলে কোথায়? প্রথম ১০ দিন কেন এত স্পেশাল? ইতিহাসের কোন মহিমা এই দিনগুলোকে অনন্য করেছে? একজন নগন্য বান্দা হিসেবে আমার জন্য এই দিনগুলোতে ক্ষমা ও সাফল্যের কী কী সুযোগ রয়েছে? নিজেকে বদলাতে আমি কী কী বিশেষ আমল করতে পারি?

আপনার এই সব জিজ্ঞাসার প্রতিটির জবাব ইন শা আল্লাহ এই বইয়ের দুই মলাটের ভেতরেই খুঁজে পাবেন। ইবাদতের মাধ্যমে আপনার জীবনের সেরা ১০টি দিন জয় করার শপথ নিয়ে চলুন শুরু করি আল্লাহর নামে। আপনি প্রস্তুত তো?



বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

যুল-হিজ্জাহ নাকি যিলহজ্জ?

আসুন, প্রথমেই এই বরকতময় মাসের নামটি আগে ভালোভাবে জেনে নিই।

যুল-হিজ্জাহ নাকি যিলহজ্জ? দুইভাবেই তো দেখি, তাহলে সঠিক কোনটা?

ব্যাকরণগত দিক থেকে ও আরবির মূল উচ্চারণের দিক থেকে ‘যুল-হিজ্জাহ’ বলাই বেশি শুদ্ধ, কারণ মাসের এই নামটিকে ‘যুল-হিজ্জাহ’ (ذُو الْحِجَّةِ) এই বানানে আরবিতে লেখা হয়।

তবে যুগ যুগ ধরে সমাজে প্রচলন ও ব্যবহারে আমরা অনেকেই ‘যিলহজ্জ’ নামটি বলে এবং শুনে অভ্যস্ত। ধীরে ধীরে এটি বাংলা শব্দের সম্পদ হয়ে গেছে। ঠিক যেমন আরবিতে ‘রমাদান’ উচ্চারণ শুদ্ধ হলেও আমাদের চলিত ভাষায় আমরা বলে থাকি, ‘রমজান মাস’ বা ‘রোজার মাস’।

দুইভাবেই বলা যায়। কোনো সমস্যা নেই ইন শা আল্লাহ। একটি আমাদের অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া চলিত ভাষার উচ্চারণ, অন্যটি শুদ্ধ আরবি উচ্চারণ।

আরবি উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ‘যুল হিজ্জাহ’ বলাটা বেশি শুদ্ধতার কাছাকাছি হলেও ‘যিলহজ্জ’ বলতেও কোনো দোষ নেই।

আসল কথা হলো, শব্দটি যেভাবেই বলি না কেন, এই বরকতময় মাসের প্রথম ১০ দিনের মর্যাদা, ইবাদত, কুরবানী ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেতনাটুকু যেন আমাদের হৃদয়ে জীবন্ত থাকে। আমাদের কথায় এবং কাজে যেন তা প্রকাশ পায়। আমিন।

আমরা সকলের বোঝার সুবিধার জন্য এই বইটি জুড়ে ‘যিলহজ্জ’ শব্দটি ব্যবহার করবো, ইন শা আল্লাহ। চলুন এবার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক।

এবার আপনার জন্য একটা ছোটো কাজ আছে :

৫ মিনিট সময় নিয়ে একটু চেক করে নিন, আজকে আরবি কোন মাসের কত তারিখ চলছে?

আপনার হাতে মুঠোফোন থাকলে ফোনের ব্রাউজারে গিয়ে নেটে সার্চ করে দেখে নিতে পারেন। সেটা সম্ভব না হলে কাউকে জিজ্ঞেস করে নিন, যে আপনার হয়ে একটু দেখে দিতে পারবে। একটু জেনে নিন আর কয় দিন বাকি আছে যিলহজ্জের ১ তারিখ শুরু হতে যেন আপনার মনটাও সেভাবে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়।

এবার এখানে সেটাই জলদি লিখে ফেলুন।

আজকে আরবি _____ মাসের _____ তারিখ।

অর্থাৎ, যিলহজ্জ মাসের ১ তারিখ শুরু হতে এখনও _____ দিন বাকি।

এবার এখন থেকেই মনকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করুন। ভাবুন তো, বছরের সেরা দিনগুলো দরজায় কড়া নাড়ছে সুবহান আল্লাহ! আর মাত্র _____ দিন বাকি!

যিলহজ্জ মাস কিন্তু কেবল ক্যালেন্ডারের একটি মাস নয়। এটা হজ্জের মৌসুম। আল্লাহর প্রিয় আমল পালন করার মৌসুম।

আমরা মানুষ হিসেবে স্বভাবতই অনেক সময় সহজ পথ খুঁজি, তাই না? কোনো কাজ যদি শর্টকাটে করার সুযোগ পাই, তাহলে দীর্ঘ পথটা বেছে নিতে মন চায় না। আমাদের মতন আরামপ্রিয় বান্দাদের জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইবাদতের এমন কিছু বিশেষ মৌসুম উপহার দিয়েছেন, যেখানে অল্প সময়ে, অল্প আমলেও বিশাল বড় প্রতিদান লাভের সুযোগ থাকে। যেমন, রামাদানের লাইলাতুল কদরের রাতে ১০০০+ মাস আমলের সওয়াব রয়েছে। এবার তার পরপরই যিলহজ্জের মহিমাশ্রিত প্রথম দশ দিন আল্লাহ দিয়ে দিলেন। ভাবুন তো, প্রিয় পাঠক, আল্লাহ আমাদের কতটা ভালোবাসেন এবং কতটা দয়া করেন! বারবার আমাদের সামনে বিশেষ বিশেষ সুযোগ দেন, ফিরে আসার দরজা খুলে দেন, যেন আমরা গাফিলতি থেকে আবারও জেগে উঠতে পারি।

আমি যদি আজকে জীবনের এমন একটি পর্যায়ে থাকি, যেখান থেকে আমার জীবনের অনেকটা সময় অবহেলা, অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা অথবা অলসতায়

কাটিয়ে দিয়েছি, তবুও অন্তত এই ১০ দিন যেন অবহেলায় না কাটে — এই দৃঢ়তা এবার অন্তরে নিয়ে আসি। এই সময়টা ইবাদত, তাওবা, কুরবানি, আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এক অপূর্ব সমন্বয়ে কাটাবো ইন শা আল্লাহ আসুন এই নিয়ত করি।

আপনি নিশ্চয়ই জীবনে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে আজকে এই পর্যায়ে এসেছেন? তাহলে আপনার মতো একজন সচেতন ও বুদ্ধিমান মানুষ কেন এমন সুযোগ হাতছাড়া করবেন, বলেন? তাই এখনই তারিখটা জেনে নিন, দিনগুলো গুনতে থাকুন, আর মনকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করতে শুরু করুন। এই বইয়ের সামনের পৃষ্ঠাগুলো পড়তে পড়তে যেন আপনার ভেতরে যিলহজ্জের আমলের এক পরম ব্যাকুলতা ও সুবাস ছড়িয়ে পড়ে, ইন শা আল্লাহ।



রামাদান পরবর্তী আত্মপর্যালোচনা

যিলহজ্জ আগমনের আগে আপনার হৃদয়কে আবারও জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। আসুন প্রিয় পাঠক, এই গত রামাদান মাসে আমাদের নিজস্ব আমলগুলোর কিছু গঠনমূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজেদের এবার জাগিয়ে তুলি।

রামাদান আমাদের জীবনে এক চমৎকার প্রশিক্ষণের মৌসুম। এই মাসে আমরা অনেকেই বেশি বেশি নামাজ পড়েছি, কুরআন তিলাওয়াত করে খতম করেছি, ইফতারের আগে বেশি বেশি দুআ করেছি, যিকির, তাওবা এবং আত্মশুদ্ধির পথে নতুন করে হেঁটেছি। আমাদের হৃদয়গুলো রোজার সুবাসে সত্যিই বিগলিত হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ, তাই না প্রিয় পাঠক? একটু মনে করুন সেই সুন্দর সময়টা। দুনিয়ার হাজার কোলাহলের মাঝেও আখিরাতের কথা তখন বেশি মনে পড়েছিল আপনার, তাই না? কিন্তু এই রামাদান মাস চলে যাওয়ার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা আবারও জগৎসংসারের নানা ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়ি। ধীরে ধীরে কিছু আমল কমে যায়, কিছু আত্মিক অনুভূতি ম্লান হয়ে আসে, আবার অনেক সময় বুঝতেও পারি না যে, ঈমানের জায়গাটাতে কেমন যেন মরচে ধরে যাচ্ছে। হৃদয়টা আগের সেই ইবাদতের উষ্ণতা কেন আর ধরে রাখতে পারছে না? কেন শয়তানকে আবারও চড়াও হতে দিচ্ছি আমার ওপরে?

এই কারণেই মাঝে মাঝে থেমে নিজেকে যাচাই করাটা খুব জরুরি। মনে রাখবেন, এই বই জুড়ে আত্ম পর্যালোচনাগুলো কিন্তু আপনাকে হতাশ করার জন্য নয়। বরং নিজের অবস্থান বুঝে আবারও আল্লাহর দিকে আরও দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ফিরে আসার জন্যই আমরা আত্মপর্যালোচনার অংশটুকু রেখেছি। আপনি যত বেশি আত্মপর্যালোচনা করবেন, তত আপনার নিজের লাভ হবে। এগুলো লিখে আপনাকে কিন্তু কাউকে দেখাতে হবে না, কারও কাছে জমা দিতে হবে না। কিন্তু এই যে, নিজের সাথে নিজেই ৫ মিনিট বসে আত্মশুদ্ধি নিয়ে চিন্তা করলেন— এটাই বিরাট লাভ!

এই তো যিলহজ্জ মাস চলে এলো বলে! এটি বছরের অত্যন্ত বরকতময় সময়। তাই রামাদানের পরে আমি এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? আমার ঈমানি হালত কেমন? আর কীভাবে আমি নিজের হৃদয়কে আবারও প্রস্তুত করতে পারি?— এসব নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার। নিচের প্রশ্নগুলো সেই ভাবনারই খোরাক। এই ছোটো অনুশীলনীগুলোর উসিলায় হয়তো আল্লাহ আপনার জন্য অনেক অনেক কল্যাণের দরজা খুলে দিবেন।

আমি প্রত্যেকটা প্রশ্নের নিচেই আপনার জন্য উত্তর লেখার জন্য কিছু জায়গা করে দিচ্ছি। এখনই হাতে কলম/পেন্সিল নিয়ে বসুন। আত্মপর্যালোচনার অংশটুকু লিখে ফেলুন। যদি মনে হয় বইয়ের জায়গা যথেষ্ট নয়, তাহলে আরেকটা নোটখাতা নিয়ে বসুন, যেন লিখতে পারেন। জানেন তো? আপনি এই দুনিয়াতে যত বেশি নিজের পর্যালোচনা করে হিসাব নেবেন, নিজের আত্মশুদ্ধির হিসাব লিখে রাখবেন শোধরানোর নিয়তে, আল্লাহ কবুল করলে ততই হয়তো আখিরাতে আপনার হিসাব সহজ হয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ। আমরা কে না চাই আমাদের হিসাব সহজ হোক?

আসুন শুরু করি বিসমিল্লাহ ...

- (১) রামাদান শেষ হওয়ার পর আমার ৫ ওয়াক্ত নামাজের কী অবস্থা?
এখন আমার কুরআনের সাথে সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে?
আমি কি নিয়মিত আল্লাহর যিকির করতে পারছি?
এসব কি আগের মতোই টিকে আছে, নাকি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(২) রামাদানে আমি যে আমলগুলো পালন করে সবচেয়ে বেশি প্রশান্তি পেয়েছিলাম, সবচেয়ে বেশি আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করেছিলাম—সেই মুহূর্তগুলোতে আসলে আমি কী করেছিলাম? সেই ইবাদতগুলোর ইতিবাচক প্রভাব কি এখনও আমার জীবনে রয়ে গেছে?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(৩) রামাদানের পর কোন বিষয়গুলো আবারও আমাকে গাফিলতির জীবনে নিয়ে যাচ্ছে? আমি কি অতিরিক্ত ব্যস্ত? আমি কি অলস? নাকি দুনিয়ামুখী হয়ে যাচ্ছি?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(৪) আমার হৃদয় এই মুহূর্তে কেমন আছে? হৃদয় কি এখনও জীবন্ত আছে? এখনও আল্লাহকেই খোঁজে, না আমার মনটা বেশ ক্লান্ত, ভারাক্রান্ত এবং আল্লাহর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? দূরে সরে গেলে, কেন এমনটা হচ্ছে? আমার কোনো দুনিয়াবি পরীক্ষা? নিজের গাফিলতি ও অহংকারের জন্য? শয়তানের ওয়াস-ওয়াসার জন্য? নাকি সবগুলোই? নাকি অন্য কিছু? নিজের বোঝার জন্য সমস্যাটা চিহ্নিত করার চেষ্টা করি। সময় নিয়ে ভাবুন। তাড়াহুড়ার কিছু নেই।

(৫) আসন্ন ষিলহজ্জের নেকির মৌসুমকে সত্যিকার অর্থেই কাজে লাগানোর জন্য আমি আজকে থেকেই কী করতে পারি? একটি ছোটো কিন্তু আন্তরিক আমল ঠিক করে সেটা না হয় আজকে থেকেই শুরু করি ইন শা আল্লাহ? হতে পারে ১০০ বার ইস্তিগফার করা, হতে পারে নামাজকে আঁকড়ে ধরা বা কুরআন তিলাওয়াত আবারও শুরু করা? আপনি ঠিক করে নিন আপনি কোনটা করবেন... যেটাই ঠিক করুন, নিয়মিত করতে হবে ইন শা আল্লাহ। নির্দিষ্ট করে লিখে ফেলুন সেটা নিচে।

মনে রাখবেন, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সবার জন্য একরকম হবে না। এই আত্মজিজ্ঞাসা কেবল নিজেকে দোষারোপ করার জন্য নয়, বরং নিজেকে আল্লাহর দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেওয়ার জন্যেই। এই উত্তরগুলোই হয়তো চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের একটা সুন্দর পরিবর্তনের পথ দেখিয়ে দেবে। আমাদের হৃদয় কিন্তু দিনশেষে হৃদয়ের মালিকের সাথেই জুড়তে চায়। যতই দূরে চলে যাই না কেন, আল্লাহ ছাড়া আর কার কাছে ফেরত আসবেন, বলেন? এই তো আমাদের আত্মশুদ্ধির আসল সৌন্দর্য।

যখন বান্দা নিজের অবস্থান সততার সাথে বুঝতে পারে, তখনই সে নতুন করে ফেরার পথ খুঁজে পায়। আল্লাহর দরজা আমাদের জন্য সব সময়ই খোলা, আর হৃদয়ের পরিবর্তন সব সময়েই সম্ভব, কেবল আপনার একটু আন্তরিক ইচ্ছা এবং চেষ্টির অপেক্ষা...

যিলহজ্জের আগে এই আত্মজিজ্ঞাসার অনুশীলনী আমাদের ভেতরকার ঘুমন্ত ঈমানকে আবারও জাগিয়ে তুলুক, আমাদের এমনভাবে সতেজ করে তুলুক যেন আমরা নিজেদের এবং অন্যদের উপকার করতে পারি। আমিন।

প্রিয় পাঠক, একদম দেরি করবেন না। ‘পরে লিখবো নে’—এই ভেবে ওপরের প্রশ্নের উত্তরগুলো দয়া করে খালি রেখে সামনে এগিয়ে যাবেন না। আজকে না হয় ফোনটা বন্ধ করে ১০ টা মিনিট হাতে নিয়ে একটু বসুন। একটু ভাবুন। একটু লিখুন। ‘পরে লিখবো’ ভাবলে আর তো লেখা হয় না সেটা আপনিও জানেন। তাই এখনই একটু নিজের হৃদয়ের খবরটা নিন, অন্তত প্রাথমিকভাবে নিজের অবস্থানটুকু লিখে রাখুন। পরে সময় নিয়ে আরও জুড়ে দিতে পারবেন ইন শা আল্লাহ। এবার যত্ন করে নিজের সাথে আল্লাহর সম্পর্কের একটু খোঁজ নিয়েই দেখুন।

হয়তো এই সামান্য প্রচেষ্টা, এই আপনার সততা এবং আপনার শুদ্ধ নিয়ত সহকারে করা এই ছোটো একটা অনুশীলনীর উসিলায় আল্লাহ আপনার যিলহজ্জকে এবং আপনার সামনের দিনের আমলগুলোকে, অনেক সুন্দর করে সাজিয়ে দিবেন। বি'ইজনিলাহ।



কেন যিলহজ্জ এত গুরুত্বপূর্ণ?

এবার আসুন জেনে নিই যিলহজ্জ মাসের ফজিলতগুলো, যেন আমল করতে আমাদের ভেতর আরও বেশি অনুপ্রেরণা কাজ করে।

যিলহজ্জ মাসের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন আমাদের প্রিয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইবনু আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

“এই দশ দিনের তুলনায় এমন আর কোনো দিন নেই, যেসব দিনে নেক আমল আল্লাহর কাছে এত বেশি প্রিয়া।” সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, “এমনকি আল্লাহর পথে জিহাদও নয়?” তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে সেই ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে নিজের জান-মাল নিয়ে বের হলো এবং আর কিছুই সাথে নিয়ে ফিরে এলো না।”^{১, ২}

১. সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ৯৬৯

২. প্রশ্ন জাগতে পারে—জিহাদ তো ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত, তাহলে যিলহজ্জের সাধারণ নেক আমল কীভাবে জিহাদের চেয়েও বড় হয়ে যায়? আসলে এখানে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। ওলামায়ে কেরাম ও হাদিস বিশারদগণ এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে সমাধান করেছেন। যখন বলা হয়, যিলহজ্জের এই ১০ দিনের আমল জিহাদের চেয়েও উত্তম, তখন এর দ্বারা মূলত ‘নফল বা সাধারণ সময়ের’ জিহাদকে বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, জিহাদ ‘ফরজে আইন’ বা অত্যাাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন শত্রুপক্ষ মুসলিম ভূখণ্ড আক্রমণ করেছে কিংবা দেশের পক্ষ থেকে সাধারণ ডাক এসেছে—তখন সেই জিহাদের মর্যাদা সবকিছুর উর্ধ্বে। ইমানের পরেই এর অবস্থান। কারণ, এটিই দ্বীন রক্ষা করা এবং মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব ও মর্যাদা টিকিয়ে রাখার মূল ঢাল। নফল জিহাদের শাহাদাতও জিলহজ্জের নফল আমল থেকে উত্তম।

বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয় সহিহ বুখারির একটি হাদিস থেকে। একবার এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরজ করলেন, “হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা মর্যাদায় জিহাদের সমান হবে।”

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উত্তর দিলেন, “এমন কোনো আমল তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না যা জিহাদের সমতুল্য হতে পারে!” এরপর তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন, “একজন মুজাহিদ যখন আল্লাহর পথে বের হয়, তখন থেকে শুরু করে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি কি একটানা মসজিদে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারবে? একটুও বিরতি না দিয়ে কি রোজা রাখতে পারবে?” লোকটি অবাक হয়ে বলল, “কার পক্ষে এমনটি করা সম্ভব?”